সমকাল

তারিখ ... 16 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

শেকৃবির প্রথম সমাবর্তন

রাজীব কামাল শ্রাবণ

১৯৩৭। ব্রিটিশ ও দেশীয় জমিদারদের শাসনের শোষণ ও নিপীড়নে উপমহাদেশের অন্য অঞ্চলের মতো বাংলার কৃষক সমাজও তখন ধুঁকে ধুঁকে মরছে। সে বছরের নির্বাচনে বাংলার সূর্য সন্তান শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতায় গঠিত হলো মন্ত্রিপরিষদ। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শেরেবাংলা। ইতিহাসের এই ঘটনা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাব রেখেছে বাংলার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক ভাগ্যোন্নয়নে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বহু জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করে তিনি যেমন মহাজনের চড়া সুদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করেছেন, তেমনি এ দেশের কৃষির উন্নয়ন করতে হলে যে কৃষি নিয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা দরকার, সেটা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেই অনুযায়ী ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ঢাকায় ২৫০ একর জমি নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন এই অঞ্চলের প্রথম কৃষি বিষয়ক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দ্য বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট'।

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি 'ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট' নাম ধারণ করে। এই প্রতিষ্ঠানের কৃষি গ্র্যাজুয়েটরাই পরে দেশের অন্যান্য কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটি 'বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট' নামে পরিবর্তিত হয়। অবশেষে প্রতিষ্ঠার ৬৩ বছর পর ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে ইনস্টিটিউট থেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং 'শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে যাত্রা শুরু করে।

কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক ভাগ্যোন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে ভূমিকা রেখেছে তা সহজেই অনুমেয়। এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি থেকে ৭১টি কৃষি গ্র্যাজুয়েট ব্যাচ বের হয়েছে। খোলা হয়েছে এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট ও এনিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারির মতো নতুন ও সময়োপযোগী অনুষদ। কৃষিশিক্ষাকে সমৃদ্ধ করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আরও নতুন কিছু বিষয় চালু করার। রয়েছে সিড প্যাথলজি ইনস্টিটিউট। ৩টি অনুষদ ও ৩১টি বিভাগে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অধ্যয়নরত। বাংলাদেশের প্রথম ভার্চুয়াল ক্লাস রুম স্থাপন করা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে বসে ছাত্ররা বিশ্বের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের (ভার্চুয়াল সুবিধাযুক্ত) যে কোনো শিক্ষকের ক্লাসে অংশ নিতে পারবে এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেকচার শুনতে পারবে। গবেষণায় তৈরি হচ্ছে কৃষি সম্পর্কিত নতুন নতুন প্রযুক্তি। আগামী দিনের খাদ্য সংকটের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কৃষি গবেষণায় দিয়ে চলেছেন সুযোগ্য নেতৃত্ব।

ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটির আজ প্রথম সমাবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবার সবচেয়ে আনন্দের দিন। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর সাফল্যের ইতিহাস ও তালিকা যেমন অনেক দীর্ঘ, তেমনি রয়েছে এর অনেক সীমাবদ্ধতাও। প্রথম সমাবর্তনটিও যেন সেসব সীমাবদ্ধতারই এক প্রতীক। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা পাচ্ছেন তাদের প্রথম সমাবর্তন। উপমহাদেশে কৃষিশিক্ষার সূতিকাগার হিসেবে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠলেও প্রতিষ্ঠানটি বারবার অবহেলার শিকার হয়েছে। তবে সব সীমাবদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি। কৃষিশিক্ষায় 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে যেটি প্রতিষ্ঠিত, সেটি আরও এগিয়ে যাক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথে। প্রথম সমাবর্তনের ইতিহাসকে আজ ভরিয়ে তুলুক পূর্ণতায়। আর তাতেই ভেসে যাক সব অপূর্ণতা।

প্রভাষক, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স
বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
srabon2483@gmail.com